আমন্ত্রিত অন্ধকার

চন্দন সেন

।। চরিত্র ।।
মাঝির দল -- পুষ
নারী - জয়দেব
মাঝি -১, মাঝি - ২
মাঝি - ৩ - পদ্মাবতী
ডোম্বিনী - পুষ মাঝি
লক্ষণ - মহামাত্র
উমাপতি - হলায়ুধ
রঘুনন্দন - ভবদেব
কুমার দত্ত - মাধবী
লতিফ - রফিক
বত্তিয়ার - শিরান
বিদ্যুৎপ্রভা - চা দত্ত
কুবলয়বতী

এই ছোট নাটকটি অতীতের প্রেক্ষিতে বর্তমানকে দর্শন। অস্পষ্ট ইতিহাস আর তার কিছু চরিত্র নিয়ে ১২০২ - ১২০৩ - এর নবদ্বীপ বাবিজয়পুর আর লক্ষণসেনের রাজত্বের শেষ দিনগুলোকে খোঁজার প্রয়াস এই একাঙ্ক। ---
কোন অবস্থাতেই এই নাটকে রাজকীয় পোষাক অথবা Royal Dress ব্যবহার করা উচিত হবে না; সাধারণ পোষাকে স ামান্য প্রতীকী মুকুট, শিরস্ত্রাণ বা সুলভ অলংকার ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথমাংশে মাঝি আর ডোম্বিনীরা দুই দলে ভ াগ হয়ে পালির অপভ্রংশ ভাষায় গান গাইবে, পরে আরেকদল তার বাংলা কথ্যরূপ একই সুরে গাইবে।
মঞ্চসজ্জাও হবে নিরাভরণ, প্রয়োজনে মঞ্চটিকে দ্বিস্তর করা যেতে পারে। জয়দেব ও পদ্মাবতীর গানের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই "গীত গোবিন্দম্" -এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে, ঢোল, বাঁশি আর এস্রাজ ছাড়া অন্য কোনও বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য নেওয়া যাবে না।

।। প্রথম প্রেক্ষন ।।
(দ্বিস্তর মঞ্চ সাইক্লোরামায় নীল দিগন্তের প্রতিভাস)
(মাঝির দল ৫ দাঁড়ি)

গান ঃ হাইও রো হাইওহো - হাইও হো হো
৫পুষ ঃ পঞ্চ কেড়ুতাল পড়ন্তে মাংগে পীঠত কাছী বান্ধী গান উখোঁলে সিঞ্চহু, পানীল পইসই সান্থি হাইওরে হাইওহো

পাঁচদাঁড় পড়ছে নৌকোয়, পিঠে কাছি বান্দিয়া আকাশ দেখ নজর রাখ, জল ফেলগো ছেঁচিয়া হাইও রো হাইও হো।

চাঁন্দ সূজ দুই চাকের সিঠি সংহার পুলিন্দা বাম ডাইন দুই মাগন চেবই, বাহু তু ছন্ডা হাইওরে হাইও হো

চাঁদ সূরজ দুই চাকার এই সৃষ্টি সংহার দুই মাস্তুল বাঁয়ে ডাইনে বাওরে নৌকা, বৈঠায় তালে যেন হয় নারে ভুল হাইও রে হাইওহো
৫নারী ঃ হাইও হো হো - হাইহো - হাইও, হো - হো - হাইও হো হো কূলে কূলে মা হোইরে মূঢ়া উজবাট সংসারা। বাল ভিন এক বাকুন ভুলহ রাজপথ কন্দারা।।
হাইও হাইও হো
নদীর কূলে কূলে না ঘুরে ধর সহজপথ সংসারে
অচিন দরিয়ায় কূল কোথা শুধু ভুল নাচে আঁধারে।।
হাইও হো
জয়দেব ঃ নৌকা থামাও।। উঠে এসো উঠে এসো সব। দিন গড়িয়ে গেল অপরাহের লাল আলো নদীর জলে পড়ছে। সন্ধ্যা নাম- ছে । এবার একরাত্রির বিশ্রাম হোক। এই মহানন্দা নদীর তীরে এই তটভূমিতে একটু বিশ্রাম হোক। চূর্ণী ভাগীরথী গঙ্গা পার হওয়া মাঝির দল, নৃত্যগীত মুখরা - হে ডোম্বিনীকুল তোমরা কেউ কি জান তোমাদের এ নৌকার পিছনে কার নৌকা? কাকে পথ দেখিয়ে এই অচিন গাঙ্গে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা? কেউ জানো?
সকলে ঃ কে, কে, আমাদের ঐ ময়ূরপঙ্খীতে? কে, কে, ঐ বৃদ্ধ?
পদ্মাবতী ঃ চিনতে পারছ না ওকে ও তোমাদের রাজা। নুদীয়ার রাজা লক্ষন সেন। নাম শোনোনি
মাঝি১ ঃ আমাদের রাজা (সকলে) আমাদের রাজা কে রে? (হাসি)
মাঝি২ ঃ রাজাতো হু-ই আকাশের মেঘে মেঘে দোল খাওয়া তারা গো। (হাসি)
মাঝি৩ ঃ হু-ই দরিয়ায় শেষ সীমানায় জলে ডুব দেওয়া পানকৌড়ি (হাসি)
পদ্মাবতী ঃ তবু তিনি রাজা, দেশ থাকলেই রাজা থাকে। রাজা আছেই বলেই প্রজা থাকে -- তুমি আমি আমরা সবাই প্রজা।
সকলে ঃ রাজাকে দেখিনাইগ রাজাকে আমরা চিনিনা।
ডোম্বি - দল ঃ আসল রাজা আমাদের ঘাটের পারে - ঐ নৌকায়।
গান ঃ হাঁড়িতে নেই ভাত পেট যে ছুঁচোয় হাট ভাঙা কলসি গাউয়া গড়ায় জলজে কুপকাত
মাঝির দল ঃ রাজা কৈরে, কৈরে রাজা গায়ের আছের কি কাপড় কাঁপে ভাঙ্গা কুড়ে ঘর ছেঁড়া তেনায় সূঁচ লাগাতে বিতায় গেল ক ব- ছর।
জয়দেব ঃ বাঃ পদ্মাবতী এমন জীবন থেকে উঠে আসা গান আমি লিখতে পারি না কেন? গাইতে পারি না কেন?
পদ্মা ঃ বলেছি না, শুধু রাজার সভা আলো করে বসলে বাইরে জগৎ তো অন্ধকার।।
ডোম্বিনী ১ ঃ তোমরা .....তোমরা কে গা?
জয়দেব ঃ আমি জয়দেব, গান লিখি, কবিতা লিখি, রাজা লক্ষণ সেনের রাজসভার পাঁচ কবির এক কবি .....ও আমার স্ত্রী পদ্মাবতী।
পদ্মাবতী ঃ কবি আর আমি দল নিয়ে ঘুরে ঘুরে গান গাই, কবির সৃষ্টি করা গান, তবে তোমাদের মত গাইতে পারি না।
সকলে ঃ বিনয় করো না - তোমার গানও আমরা জানি হে.....
ডোম্বিনী ঃ বড়লোকদের ফূর্তির নৌকায় বারবামা আর দেবদাসীদেরর গলায় তোমার কত গুন শুনেছি।

জয়দেব ঃ ওদের জন্যতো আমি গান লিখিনি। .....আমার গানতো গোবিন্দ দেবতা আর শ্রীরাধিকার জীবন সাধনার গান ওরা এই গানের বিকৃত অর্থ করে।
পদ্মা ঃ আসলে কবির মতো তার গানগুলোকে যে যেমন খুশি নিজের ভাবনার খাঁচায় বন্দী করতে চায়। আচ্ছা, তোমরা আমা- দের গান শোননি কখনো?
মাঝির দল ঃ হ্যাঁ, আমাদের দেওপাড়া কর্ণসুবর্ণে জয়পুরে শুনেছি। তোমাদের দলের নাচও দেখেছি।
জয়দেব ঃ কিন্তু সত্যি বলছি কোনও গানই তোমাদের গানের কাছাকাছি আসতে পারে না - তোমরা আর একটা গান গ াও জীবন থেকে উঠে আসা গান ---
মাঝির দল ঃ খিদে পেলে পান্তা খাব, তেষ্টা পেলে নদী দেবে জল
আর ব্যথা পেলে সেঁক লাগাব, ব্যথা পেলে সেঁক লাগাব
হাসি পেলে? হাসি পেলে - গাইবরে খল খল নদী দেবে জল,
সূরজ দেবে আলো, ক্ষ মাটি মা হয়ে যে - খেটন দেবে ভালো
খেটন দেবে ভালো।
জয়দেব ঃ বাঃ চমৎকার! ক্ষ মাটি মা হয়ে যে খ্যাটন দেবে ভাল।
ডোম্বিনী ঃ আর ঐ যে পাটাতনে বসে আছেন, উনি রাজা?
জয়দেব ঃ হ্যাঁ, রাজা লক্ষণ সেন... আর ওর পাশে ওর স্ত্রী মহারানী বল্লভা। ওরা পথশ্রমে ক্লান্ত, আজকের রাতটা এখানে বিশ্র- াম নিচ্ছেন।
ডোম্বিনী ঃ এখানে আসবেন না - না? রাজা রানী দেখি নাই। এলেই আমরা সরে দাঁড়াব, এসে অশুদ্ধ হবে না। আমাদের ছায়া গা য়ে পড়বে না।
মাঝির দল ঃ ওরা কোথায় যাচ্ছেন।
জয়দেব ঃ ওরা পালাচ্ছেন, শোননি বিদেশীরা দেশ দখল করে নিয়েছে। রাজধানী নবদ্বীপের বিজয়পুর ছেড়ে ওরা পাল াচ্ছেন উ ত্তরবঙ্গের দিকে। তোমাদের নৌকো ডোম্বিনীদের নৌকো ওদের পথ দেখিয়ে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে ওদের দু ই পুত্র ঝিরূপ আর কেশব।
ডোম্বিনী ঃ ওরা এখন এখানে আসবেন না।
পদ্মা ঃ এখন না, হয়তো কাল ভোরে আবার যাত্রা শু হবে। এরা একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমরা এইমাত্র গান শুনিয়ে এলা ম। পলাতক, তবু গান শুনছেন। এবার একটু তন্দ্রা আসবেই ওদের। (সবাই হাসে)
ডোম্বিনী ঃ কি গান গাইলে ঃ শোনাও না।
মাঝির দল ঃ আমাদের খুব বড় ভাগ্য, তোমাদের পেয়েছি কাছে। ওদের বিশ্রাম শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের গলায় সবাই অনেক গান শুনতে চাই - জয়দেব সবার আগে ওদের ঘুম পাড়ানী গানটা গাও।
জয়দেব ঃ পদ্মাবতী (হেসে গায়)
ঝনন ঝনন বাজে রাধাই নুপূর / চল সখি চল যাই সেই মধুপুর /
আছে বুঝি ঐ হরি / সন্তাপ সংহরি / নু ঝুনু নু ঝুনু মঞ্জির সুর।
সকলে ঃ ভালো খুব ভালো ..... কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না।
জয়দেবূ ঃ শোন মোর কথা একবার গো/ দূর করো গু খেদ ভরে গো/ হরিরে আসিতে দাও পাশে/ শোন মধু বাণী তার হরষে/
জয়দেব ঃ নাঃ ভালো লাগছে না। আজ এই গান থাক। এই পরিবেশে পলাতকের গলায় গান মানায় না। রাজার সঙ্গেতো আমর াও পালিয়ে যাচ্ছি দেশ ছেড়ে।
মাঝির দল ঃ কেন পালাচ্ছ?
ডোম্বিনী দল ঃ রাজা লক্ষণ সেনই বা পালাচ্ছেন কেন?
মাঝির দল ঃ যদি সে আমাদের রাজাই হয় তবে আমাদের ছেড়ে পালাচ্ছে কেন?

জয়দেব ঃ পদ্মাবতী মহানন্দার তীরে সন্ধ্যা নামছে। এসো, আজ এই হতভাগ্য দেশের মানুষদের সামনে আমাদের ভাগ্যহত রাজার কাহিনী শোনাই
ডোম্বিনী ঃ আমরা শুনবো, সারা রাত ধরে শুনবো।
মাঝির দল ঃ আর রাত ভোর হতেই নৌকার পাল টাঙ্গাবো, হাঁক দেব... সা - মা - সা- মা -ল ছোট ডিঙ্গি, মেজো ডিঙ্গি - সামনে রেখে ময়ুরপক্ষী যা - য়রে...
ডোম্বিনী দল ঃ কাহিনী বাল- বলে দাও - তুমি কেন আমাদের হতভাগ্য বল্লে?
পদ্মা ঃ তোমরা জান না, তোমাদের মানে আমাদের এই সোনার দেশটা দখল হয়ে যাচ্ছে। সেন বংশের চূড়ান্ত গৌরব অ াজ সা মান্য কয়েকটা তুর্কী বিদেশীর হাতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। পিছনে আছেন দেশ বিত্রীর বণিক সমাজ। আর ধর্ম বণিকের দল। তোমরা রাজা কে সে খবর রাখতে না পার, কিন্তু এইবার প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে বুঝবে মানে বুঝিয়ে দেওয়া হবে, আম াদের রাজা আমাদের দেশের মানুষ নয় বিদেশী হানাদার। এবার সকলে বুঝবে বুঝবেই।
জয়দেব ঃ হায়ঃ বড় হতভাগ্য সেই দেশ, যে দেশের মানুষ চেনেই না, তাদের রাজাকে? আরও হতভাগ্য সেই রাজা যে জ ানেই না দেশবাসি কে?
সকলে ঃ দেশের গল্প বল। লক্ষ্মণ সেনের গল্প বল।
ডোম্বনি দল ঃ ও মাঝি চল চল মাঝি চল,
খর নদীর ওপারে রাজার আসন টলমল।
মাঝির দল ঃ সেই গল্প বল ।। সবর্বনাশের গল্প বল।।
খর নদীর ওপারে রাজার আসন টলমল।।
(অন্ধকার হয়)

।। দ্বিতীয় প্রেক্ষণ)
নেপথ্যে সবাদ্য ঘোষনা পরমের পরম ভট্টারক ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় তিলক গৌড় বিজয়ী লক্ষ্মণ সেন দীর্ঘজীবী হউন। লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনে দুপাশে মহামাত্য হলায়ুধ মিশ্র এবং মহাপুরোহিত ভবদেব ভট্ট আর মহা সেনাপতি শূলপানি রঘুনন্দন।

লক্ষ্মণ ঃ হলায়ুধ, আমি শারীরিক ভাবে অসুস্থ! এই সময় হঠাৎ পরামর্শ সভা ডাকা হল কেন? মহামাত্য বলো?
মহামাত্য ঃ বলছি, তার আগে নিবেদন করি, ভেষজাচার্যকে খবর দেওয়া হয়েছে মহারাজ। আপনার ঔষধ পথ্য তিনিই দেবে ন। তবে মহারাজ মানসিকভাবে যদি অসুস্থ বোধ করেন। সেই ভেবে --- (হাত তালি দেয়)
কবি উমা ধর ঃ (কবি উমাপতি আসেন। প্রণত হন।)
এবার তিনি জয় করলেন গৌড় লক্ষী
তার আগেই তো কলিঙ্গ জয় শেষ।
চেদী, কামরূপ, কাশী, মগধ - সব নৃপতি
হয়ে পড়ল ব্যাঘ্র থেকে মেষ।
রাজার রাজা লক্ষ্মণ সেনকে প্রণাম অনিঃশেষ।
বৌদ্ধ বিনাশ ম্লেচ্ছ বিনাশ সব অধর্ম বিনাশ
লক্ষণ সেনের গুণ গাওরে তিন সহস্রমাস।।
লক্ষ্মণ ঃ আঃ বন্ধ করো, ভালো লাগছে না এইসব এলেবেলে বন্দনা গান। অর্থহীন স্তুতি।
কবি উমা ঃ স্তুতি নয় রাজা, বাস্তব। বাজধানী বিজয়পুর ঘুরে দেখুন একবার। সবার বাড়িতে কবি ধোয়ীর পবনদূতের সব বন্দনা গানও ম্লান হয়ে যাচ্ছে আমাদের এই বন্দনাগানে। আমাদের রাজসভার কবি ধোয়ীর লেখা পবনদূত কিম্বা আপন ার চরণাশ্রিত আমার লেখা বন্দনাগান প্রত্যেকের মনের কথা বলছে। আপনার পিতা পিতামহ প্রপিতামহ কার রাজ ত্বে নুদীয়ার সেন বংশ এত বিস্তার লাভ করেছিল? না, বৌদ্ধরা আজ পরাভূত, পলাতক অথবা ধর্ম ত্যাগ করে দলে দলে আম

াদের বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করছে। ম্লেচ্ছ যবনেরা অনেকদূর এগিয়েও এই রাজ্যে হানা দিতে ভয় পায়। শূদ্ররা, সুবর্ণবনিকেরা মাঝি মাল্লা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা সৈন্যদল একবাক্যে ছড়া - কাটে-- "সুখে আছি সুখে আছি বড় সুখে লছমানিয়ার শত্রু মরবে ভুখে ভুখে ভুখে" এবং---

লক্ষ্মণ ঃ আহার খাদ্য বস্ত্রের প্রবল অভাব, প্রশাসন ভেঙে পড়েছে এই অবস্থায় রাজার অভিশাপ প্রাপ্য, অর্থহীন প্রশংসা নয়।

উমাপতি ঃ আপশোষ আজীবন রইলো, কবি জয়দেবের গানে মহারাজা যত খুশী হন, আমি বন্দনা শোনালে তত খুশী হন না, অ থচ আমি প্রবীনতায় ---

হলায়ুধ ঃ আপনি এখন আসুন কবি উমাপতি, পরে আমি আপনাকে আর ধোয়ী, গোবর্ধন, জয়দেব, সব রাজকবিকেই যথোচিত সম্মান আর দক্ষিণার ব্যবস্থা করব। রাজা এখন অসুস্থ। মহারাজের হৃদয় তাই প্রসন্ন করা দরকার।

উমাপতি ঃ (হাসি) ওঃ আমি পারি। প্রসন্ন করার আমি দায়িত্ব নিতে পারি --- আমি নিজে প্রসাদপূরে ব্রহ্মমন্দিরে দশজন দেবদাসী আর বারাংগনাকে নৃত্যগীতে সুশিক্ষা দিয়েছি। ডেকে পাঠাব? দেহলতা থেকে গলারসুর একেবারে শৃঙ্গার রসের চুড়ান্ত

হলায়ুধ ঃ কবি উমাপতি শৃঙ্গার রস সৃজনে বিশেষ দক্ষ মহারাজ ---

লক্ষণ ঃ না --- ভাল লাগছে না।

হলায়ুধ ঃ ঠিক আছে, আপনি আসুন। মহারাজ একটু সুস্থ বোধ করলেই শিক্ষাপ্রাপ্তা দেবদাসীদের ডেকে পাঠাব, --আ সুন।

রঘুনন্দন ঃ আসুন কবিবর।

উমাপতি ঃ আজ যেখানে দাসী - দেবদাসী বারবামারাই অভিজাত সমাজের অব্যর্থ ঔষধ সেখানে ঔষধ সেবনে অনীহা! মহাসেনা পতি মহামাত্য মহারাজের বিষয়ে উৎকণ্ঠা নিয়ে চল্লাম। মহাপুরোহিত ভবদেব আচার্য, আপনার ইচছায় সারা র াজ্যে জ্যোতিষ চর্চা ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ মহারাজের এই মনের দুরবস্থার কারণ নির্নয় করা যাচ্ছে না কেন --- তা আম ার জিজ্ঞাস্য!

ভবদেব ঃ ইশান কোণ থেকে একটি রহস্যময় নক্ষত্রের আলো শেষরাত্রিতে আকাশে দেখা দিচ্ছে। মনে হয় কোন অমঙ্গল আসছে । আপনি আসুন কবি, আমরা দেখছি।

উমাপতি ঃ কেন যে মরতে এলাম? মহারাজ, খুব চিন্তা নিয়ে গেলাম। তদুপরি আমার স্ত্রী বিয়োগের পর আপনি জানেন তো আমি বড় দাসী নির্ভর। (প্রস্থান)

লক্ষণ ঃ আশ্চর্য! আমি বুঝি না, আমি কি চাইছি তা বুঝতে এদের এত বিলম্ব হয় কেন? এভাবে চললে আমি আরো অসুস্থ হয়ে পড়ব।

হলায়ুধ ঃ আশি বছরের রাজার পক্ষে সুস্থতাই অস্বাভাবিক, মানে প্রকৃতির নিয়মেই। তবু একটি গুতর বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এই জরী সভা।

লক্ষ্মণ ঃ (হাসি) কেন আরো কোনও রাজ পথ তৈরি অবশিষ্ট আছে? আর কোনও পদনিয়োগ বাকি আছে হলায়ুধ?

হলায়ুধ ঃ পদ তৈরি হয় কাজের জন্য নয়। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী রাজার রাজত্বে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনের অতিরিত্ত অজস্র পদ তৈরি হয়েছে।

লক্ষ্মণ ঃ আপনারই পরামর্শে।

হলায়ুধ ঃ আপনারই নির্দেশে। পর্বতপ্রমান সমস্যার সামনে সাধারণ মানুষকে বিভাজন করার রাজধর্ম (হাসি) তাই জাত বিভাজন বর্ণ বিভাজন, পদ বিভাজন। আপনার পূর্ব পুষ প্রাজ্ঞ মহারাজ বল্লাল সেনও সময়ের থেকে একধাপ এগিয়ে চালু করে ছিলেন কৌলীন্য প্রথা। জাতিকে এক আর ঐক্যবদ্ধ থাকতে দিলে শাসনযন্ত্র বিপন্ন হয়। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়, জাতিতে জাতিতে, বিবাদ বাঁধানো বিপন্ন রাজতন্ত্রের একমাত্র রক্ষাকবচ।

লক্ষ্মণ ঃ হ্যাঁ, কবি জয়দেব কাল আমায় প্রা করেছিল, সমাজে কৃষক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ক্ষেত্রকারদের প্রাপ্য গুত্ব দেওয়া হচ্ছে না কেন?

হলায়ুধ ঃ ভাবাবেগ - মত্ত কবিকে আমি বুঝিয়ে বলবো শিল্পী, ছোট ব্যবসায়ী, সুবর্ণবণিকদের, শূদ্রদের, স্থান নিচে নামিয়ে দেওয় া হয়েছে। শুধু ব্রাহ্মণ আর অভিজাত বনিকরাই দেশের উচচ আসনে। কারণ তাদের রক্ত পরিশ্রুত, ধর্ম উন্নত, চরিত্র ত র্কাতীত। তারাই দেশের শাসন আর ভোগের অধিকারী।

ভবদেব ঃ মহামাত্য, মহারাজ অসুস্থ, আসল কথায় আসুন।

হলায়ুধ ঃ হ্যাঁ মহারাজ মহারাণী বল্লভা আমাকে খবর দিলেন আপনার শ্যালক কুমারদত্তকে মহাধর্মাধ্যক্ষ গোবর্ধন আচ র্য শাস্তি দেওয়ার কথা ভাবছেন।

লক্ষ্মণ ঃ মহারানী বল্লভা আপনাকে খবর দিলেন অথচ আমাকে কিছু বলেননি কেন?

মহামাত্য ঃ সাহস পাইনি বলে। (হাসি) ব্রহ্মক্ষত্রিয় লক্ষ্মণ সেন যতটা ব্রাহ্মণ ততটাই ক্ষত্রিয়। মহারানী আশি বছরের র াজাকে যতটা ভয় পান তার সহোদর এই মহামাত্যকে ততটাই ভরসা করেন।

লক্ষ্মণ ঃ না, ভয় পান না, ভয় পেলে তার ভাই কুমারদত্ত সুবর্ণবনিক চাদত্তের কন্যা মাধবীর দিকে নোংরা হাত বাড়াবার স া হস পেত না। কুমারদত্ত আমার আপন শ্যালক, অপদার্থ দুর্বিনীত নারী লোলুপ। মাধবীকে নির্লজ্জেরমতো অপমানের চেষ্টা করার জন্য আমি তাকে মহাধর্মধ্যক্ষের পরামর্শ মতো বন্দী করার নির্দেশ দিয়েছি।

মহামাত্য ঃ রাজার কর্তব্যই করেছেন তবে (তিনবার হাততালি) কুমার দত্ত আপনার সামনে মহারাজ। কুমার দত্ত, জাম াইবাবুর কা ছে মার্জনা চাও।

কুমারদত্ত ঃ রাজা লক্ষ্মণ সেনের এই রাজ্যে উচচকুলের মানুষদের কিছু নির্দিষ্ট অধিকার আছে জানতাম। আমি এক সুবর্ণবনিকের দুর্বিনীতা কন্যাকে সংশোধনের জন্য উপভোগ করতে চেয়েছি। এই রাজত্বে একটা কোনও অন্যায় নয়। তবু আমার দি দির মুখের দিকে তাকিয়ে মহামাত্যের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ক্ষমা চাইছি।

শূলপানি ঃ যাও, কুমার দত্ত তুমি মুক্ত।

কুমারদত্ত ঃ মহাপুরোহিত ভবদেব ভট্টা, আমি কি ধর্মমতে কোনও অন্যায় করেছি?

ভবদেব ঃ রাজার নির্দেশে সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় এখন সমাজে অন্ত্যজ শ্রেনীভুক্ত। তুমি কণাবশতঃ অন্ত্যজ নারীকে ভোগ করতে গিয়ে তাকে সমাজে উচচাসনে বসাবার চেষ্টা করেছো। তুমি ধন্য, ধন্য কুমার দত্ত।

কুমারদত্ত ঃ রাজা লক্ষণ সেনের জয় হোক --

(গান) "বিদগত যৌবন - তহু মরণ মম!" -- যাই --- চার ঘন্টা বন্দী ছিলামতো। বন্ধুরা সুরাপাত্র নিয়ে অনেকক্ষণ বসে অ াছে। (প্রস্থান)

মহামাত্য ঃ রাজা লক্ষ্মণ সেন বিপদটা আঁচ করতে পারছেন তো? রাজ শ্যালকের বিদ্ধে এক নীচ জাতির কন্যা অভিযোগ তুলছে! সুবর্ণবনিক কন্যা মহারাজের শ্যালকের বিদ্ধে অভিযোগের সাহস পান কোথা থেকে? অঙ্কুরেই এই দুঃসা হস উ ন্মীলন করা প্রয়োজন। তাই ওই মাধবীকে বন্দী করা হয়েছে। এবার ওর গায়ে কুলটার ছাপ দেওয়া হবে। তার পর প্রায়শ্চি ত্তের জন্য ওকে রাজার মন্দিরের দেবদাসী---

লক্ষ্মণ ঃ না - না এটা অন্যায় -- ঘোর অন্যায়, আমি, আমি এই অন্যায় নির্দেশ বাতিল করব।

মহামাত্য ঃ (রাজসভার বাকিদের) আপনারা আসুন, মহারাজের সঙ্গে আমি একটু ব্যক্তিগত কথা বলব, আসুন। (বাকিরা চলে যা য় জয় মহারাজের জয় বলে) (মহামাত্য হাততালি দেয়, মাধবী ঢোকে)

মাধবী ঃ (হাততালি দেয়) বাঃ বাঃ চমৎকার! এই না হলে সেন বংশ তিলক লক্ষ্মণ সেন! মহারাজ আমি জানতে চাই কুম ারদ ত্ত আমায় অপমান করছে, অথচ আমাকেই বন্দী করে আনা হল কেন?

লক্ষ্মণ ঃ ওকে ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও বলছি।

মহামাত্য ঃ নিশ্চই মহারাজ। তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি মাধবী। কারন তোমার বাবা সুবর্ণ বণিক সমাজের একজন নেতা। নেতা চাদত্ত তোমার ঘটনা নিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে উন্মাদের মতো আচরণ করছে। তাই দেখে সুবর্ণ বণিক সমাজ বিদ্রোহী হয়ে উঠছে , দল পাকাচ্ছে, রাজ্যের শত্রু সুন্দরবনের ডোম্মন পালের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। তোমাকে তো ছাড়তেই হবে মাধবী --- আশি বছরের রাজা বিদ্রোহ পছন্দ করে না, আমিও কৌশলী উন্মাদদের সহ্য করতে পারি না।

মাধবী ঃ (চিৎকার) না---

মহামাত্য ঃ মহারাজের অন্ধ অনুগ্রহের জন্য একটি মাত্র সুযোগ দিতে পারি মাধবী তোমায় নিয়ে চত্রান্ত তোমাকেই শেষ করতে হবে। চাদত্তকে বলতে হবে তুমি আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবে না। মন্দিরে দেবদাসী হয়ে থাকতে চাও, নিজের ই চছায়। চাদত্ত আঘাত পাবে। তোমার ওপর রাগ করবে। মা মরা মেয়েকে নিয়ে পাগলামী হয়ত বেড়েও যাবে। কিন্তু স্বজা তিকে আর উত্তেজিত করতে পারবে না।

মাধবী ঃ ছিঃ, মহারাজ, মহারাজ লক্ষ্মণ সেন--- এটাই কি আপনার নির্দেশ!

লক্ষ্মণ ঃ (সিংহাসন থেকে নেমে) না, আমি আমি মার্জনা চাইছি মা, এর নাম যদি রাজনীতি হয় তাহলে আমি সেই র াজনীতির মধ্যে নেই। যাও তুমি মুত্ত, যাও। প্রতিহারী --- (প্রতিহারী ঢোকে) এই মাধবীকে সসম্মানে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে এস। এবং ওর বাবা চাদত্তকেও বন্দীশালা থেকে মুত্ত করো।

মাধবী ঃ (মহামাত্যের দিকে বিদ্রুপের হাসি হাসে, তারপর লক্ষ্মণ সেনকে বলে) আমি ভেবেছিলাম, মনে আমি শুনেছিলাম আ পনিও বন্দী, আপনি তাহলে বন্দী নন (হাসি) রাজা তাহলে বন্দী নন। (হাসতে হাসতে চলে যায়)

মহামাত্য ঃ চমৎকার! কে বলে রাজা লক্ষ্মণ সেনের বয়স হয়েছে? এই তো চাই, কিন্তু কুমারদত্ত তো আজ রাতেই মাধবীর ঘর জ্বালিয়ে দেবে, - মানে শাস্ত্র মতে যে অত্যাচারটুকু বাকি ছিল তাও আজ রাতে সম্পূর্ণ হবে। আপনি প্রতিবাদ করতে তো পারবেন না, কারন আপনার স্ত্রীর ব্যাত্তিগত নিরাপত্তা রক্ষীরা আজ রাতে কুমারদত্তের সঙ্গে থাকবে।

লক্ষ্মণ ঃ হলায়ুধ, তুমি আমার শৈশব সখা! তোমার এত অবনতি কেন হল হলায়ুধ?

হলায়ুধ ঃ (হাসি) সিংহাসন --- কুটনীতি - নির্মমতা। বালির বাঁধ দিয়ে চারদিকের অসন্তোষ, বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা চলে ন া লক্ষ্মণ সেন! তুমি আমার বাল্যসখা, বুদ্ধিভ্রংশ কেন হচেছা? বুঝতে পারছো না, এই সময় প্রজাদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ অ ার বিদ্রোহ ঠেকাতে গেলে চাই দ্বন্দ্ব, চাই জাতি বিদ্বেষ, চাই অন্তঃকলহ, পাশাপাশি চাই প্রত্যেক মহল্লায় সুরার দোকান, চ াই দাসী গণিকা আর দেবদাসীদের নিয়ে প্রমোদের যৌনাচারের ঢালাও ব্যবসা । মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে লক্ষ্মণ সেন। নেশার ঘুম পাড়িয়ে রাখ। জাগলেই তোমার এত দামী সিংহাসন কেঁপে উঠবে।

লক্ষ্মণ ঃ কে চায় তোমার দাসত্ব করার এই সিংহাসন? এই কদর্য জীবন। এই শৃঙ্খলিত রাজমুকুট? কে চায়?

মহামাত্য ঃ কে না চায় এই বিলাস ব্যসন? এই প্রাসাদের অন্তহীন দাসদাসী? কে না চায় সুরে আর সুরায় ঝলসে ওঠা র াত? স্তুতি আর কীর্তনে ছলকে ওঠা দিন? কে না চায়? লক্ষ্মণ সেন তুমি আমার বাল্য সখা হলেও বয়েসের বারে অবনত। রাজ্যে র অদূরে তুর্কিদের পদধবনি, ভেতরে বিদ্রোহের চাপা আগুন, মহারানী বল্লভা কিন্তু এখনো জানো না সন্তানের জন্ম দি তে গিয়ে সে বারবার নিস্প্রাণ মাংসপিন্ডের জন্ম দিয়েছে, আজকের রাজপুত্র দ্বয় ঐ ঝিরূপ বা কেশব কিভাবে তাঁর স ন্তান হয়? ওদিকে উপেক্ষিতা বিদ্যুৎপ্রভা কিন্তু প্রতিশোধের প্রহর গুনছে। কাউকেই তুমি ঠেকাতে পারবে না। প্রজা দের খ াদ্য দিতে পারছো না, নিশ্চিত জীবন যাপনের সুযোগ দিতে পারছ না। বাঁচতে গেলে এখন ফূর্তির অঢেল ব্যবস্থা করে যাও আর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ জাগাও।

লক্ষ্মণ ঃ সে তো তুমি করছোই! কিন্তু একি! বল্লাল সেনের বংশধর নারীর সম্মানটুকুও রক্ষা করতে পারবে না?

মহামাত্য ঃ নারীর সম্মান শাস্ত্রে, মহাকাব্যে কেউ দিয়েছে? রামায়ণে সীতা নারীর সম্মান পেয়েছিল? পেয়েছিল মহাভ ারতের দ্রৌ পদী? পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে অপেশাদারী গণিকার জীবন যাপন করে যেতে হয়েছে তাকে। নারীর সম্মান কেউ দেয় না তুমি দেবে কোত্থেকে? বরং মহামতি মনুর মতে মানুষকে নরকের দ্বারে নিয়ে যায় যে নারী, সিংহাসনের প্রয়োজনে সে ই নারীকে তুমি ব্যবহার কর, সিংহাসন বাঁচাও। আমি জানি তুমি সিংহাসনকে কতটা ভালোবাস। আমার গু আচার্য দর্ভপানি মন্ত্রের মতো চারটি শব্দ শুধু বলতেন, আমিও বলি---- সিংহাসন, রাজনীতি, কূটনীতি, নির্মমতা, -চলি- (প্রস্থা ন ফিরে এসে) --- ঠিক আছে মাধবীকে হত্যা করা হবে না। তোমার প্রাত্তন নৃত্য সঙ্গিনী বিদ্রোহিনী বিদ্যুৎপ্রভা রাজ দরবার থেকে নতুন দায়িত্ব পেলে নিশ্চয়ই সান্ত্বনা পাবে। খুশি হবে (হাসি) কে জানে স্তিমিত প্রেম বয়সের বাধা উপে ক্ষা করে আব ার হয়ত বহ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠতে পারে লক্ষ্মণ সেন, চলি ---- (প্রস্থান)

লক্ষ্মণ ঃ আশি বছরের লক্ষ্মণ সেন আজ বন্দী মাধবী, সিংহাসনের কাছে বন্দী, মহামাত্যের কাছে বন্দী

।। তৃতীয় প্রেক্ষন ।।

উত্তরবঙ্গের আদিনা মসজিদের সামনে ইবন ব্যত্তিয়ার খিলজি বসে আছেন। পাশে দাঁড়িয়ে মহম্মদ শিরান। সামনে মালদহ অঞ্চলের তণ বোলান লতিফ আর তার সঙ্গী রফিক গানে আর নাচে বত্তিয়ারকে খুশি করছে।

লাতিফ ঃ আরো বুইল্লে বুলবা বুলছে চাচা / এই বত্তিয়ার সট্‌কালে যাবে না তো বাঁচা/ আর বন্ধ হবে গো খুশ গান লাচা/ তাই চাপি চুপি ধরি রাখো।

রফিক ঃ (শাড়ী গায়ে জড়ানো)

বুইল্লে বুলবা বুলছে চাচা
দুই দিনে শিখে লিল আমাদের ভাষা,
আর বিহারের ঝাপটা দিয়ে এইখানে আসা।
একলাখী আদিনার বরাত যে জোরদার
প্রানভরে ভালবেসে
হাজির বত্তিয়ার
নবাব বত্তিয়ার
নবাব বত্তিয়ার (লতিফ ও রফিক কোমর দুলিয়ে নাচছে।)

বত্তিয়ার খিলজি হেসে গড়িয়ে পড়ছে।)

বত্তিয়ার ঃ ঠিক আছে গ। আজ এই পর্যন্ত থাক্। খুব খুশী হলাম গ। শিরান, তুমি এত গম্ভীর কেন গ? খুশী হও নাই অ্যাঁ? বিহারে লয়া বিবি রেখে এইলে, তার মুখ মনে লিচ্ছে? (হাসি)

শিরান ঃ যুদ্ধ চাই - যুদ্ধ।

বত্তিয়ার ঃ (যান্ত্রিক গম্ভীর) আকাট। (হাসি) বিহারে ফিরে যা শালা, লিজের বিবির সঙ্গে ভাল কইরে লইয়ে আয় না ক্যানে? (হা সি) আরে তোমরা হাসে কেন গ? তোমরা হাসো ক্যানে? লবাল আর তার প্যায়ারের দোস্তের মধ্যে কথা চলছে। ইমা ন দাও। ইজ্জত দাও। যাও এখন লতিফ ভাই। তোমাদের এখন সইটকে পড়া ভাল।

লতিফ ঃ গেছিগ, চল রফিক, চল। পান্ডুয়ার হাসিম শেখকে ভাল কইরে বুলবি, মুদির খাত্তির কত। নবাব ব্যত্তিয়ার মুদের নাচ গান শোনে, হাকডাক করে, কুথা বলে, খাতির কতো, বুলবি তো?

রফিক ঃ বুলব চাচা। চলো, ওনাদের কথা বলতে দাও। চলো, আ- চাচা, ঐ দুই মাইনসের কুথা বল্লে না নবাবকে।

লতিফ ঃ হ্যাঁ, নবাব গো। হাতিমারি মন্দিরের চাতালে দুইজন অপেক্ষা করছে, আপনার সঙ্গে কথা বুলবে।

শিরান ঃ শত্রপক্ষ? (উঠে দাঁড়ায়)

লতিফ ঃ না গ একজন বুড়া, আরেক জন, বুল্‌না ক্যানে রফিক? (হাসি)

রফিক ঃ বুড়া, আরেক জন, বুল না ক্যানে?

লতিফ ঃ মেইয়ে মানুষ গো। ঠিক বুড়ি লয় তবে.....আরে বুল না ক্যানে রফিক। নবাবকে বুল না।

রফিক ঃ (নাচের ভঙ্গীতে) ও নদীর চলন থাইমলে, বুলন থাইমলো পইড়ল হেথা চর,

লতিফ ঃ পইড়ল হেথা চর।

রফিক ঃ কিন্তু ঠিকমতন বর্ষন পেইলে,
ঐ চরই ভাঙবে ঘর।

লতিফ ঃ চরই ভাঙবে ঘর।

রফিক ঃ ও চর ঘর ভাঙবে, চোখ রাঙবে, বুঝে নাও গতরের ভাষা।

লতিফ ঃ গতরের ভাষা।

রফিক ঃ মুনে হয়রে চোখ কয়রে.....

লতিফ ঃ কি কয়রে?

রফিক ঃ ঠিক লাচনী সে খ্যাদা

বত্তিয়ার ঃ (হাসে) বৃদ্ধ, আর বয়স্ক লর্তকী বুলছে।

শিরান কে, কি মনে লিছে?
শিরান ঃ শত্রপক্ষ। যুদ্ধ। (উঠে দাঁড়ায়)
বক্তিয়ার ঃ শিরান! কি কইরে তুমি আমার ছোটবেলার দোস্ত হইলে গ? শালা বুরবক গোঁয়াড়। শুনছ বুড়া আর মহিলা। নাচনি বু লল শুনলে না। পাঠিয়ে দাও। কুথা থেকে আইছে বুললে গ?
লতিফ ঃ নুদীয়া।
শিরান ঃ রাজা লাছমনিয়া.....দখল কর।
বক্তিয়ার ঃ আর দখল লিব কি করে? সে তো দুদিনে একটু লুটপাট করব। রাতে মাংস আর চর্বির স্বাদ বদল করব। ব্যাস, দুদিন পড় আবার ফিরে যাব দিল্লী। সাহেনশা কুতুবুদ্দিনকে ভেট দিব, খুশী হবে। আল্লারহমত এবার আরো বড় ইমান দিবেন। দিল্লীর আসে পাশে না থাকলে আসল লক্ষ্য যে ফস্‌কে যাবে শিরান।
শিরান ঃ লড়াই, জোর লড়াই হবে।
বক্তিয়ার ঃ ধূস, মাত্র দুইশত সৈন্য লিয়ে রাজা লছমনিয়ার অনেক সৈন্য মোকাবিলা কইরবা? খুশীতে গোঁফে তেল দিচ্ছ শিরান। তুমি আমার দোস্ত না ধোপার বাহন গ? (বিদ্যুৎপ্রভা আর চাদত্তের প্রবেশ)
বিদ্যুৎপ্রভা ঃ না, দুইশ লাগবে না। নুদীয়া দখলের জন্য পনেরো বিশ জনই যথেষ্ট নবাব। সেই খবর দিতে এসেছি। অনেক ঝুঁকি নিয়ে অনেক কষ্ট করে। সারা নুদিয়ায় এখন বিদেশী আত্রমণের আশায় দিন গুনছে নবাব বক্তিয়ার খিলজী।
বক্তিয়ার ঃ বাঃ কে গো? জিন না মহিলার ফরিস্তা গ? দশ পনেরো বছর আগে এইলে না কেন গ? কিন্তু তুমার চেহারা বুলছে তু মি ইমানদার ঘরের কেউ আমি ঠিক বুললাম না?
বিদ্যুৎপ্রভা ঃ ঠিক, তবে এটা জরী কথা নয় নবাব।
বক্তিয়ার ঃ ইটাই সবচেয়ে জরী কথা। আমি জাতে তুর্কী। সুন্নী, মুসলমান, বংশে খিলজী, যোদ্ধার জাত। লাচনীর শরীরট াকে শু ধু ঝ্বাস করতে শিখেছি, কথা একদম ঝ্বাস করতে শিখি নাইগ, আসল মতলব বল। (বিদ্যুৎপ্রভা নীরব থাকে) শির ান..... (শিরান, তরবারী উঁচু করে ধরে।)
চাদত্ত ঃ আরে রাখো ওসব। ও সত্যিই নাচনী, এক সময় লক্ষ্মণ সেনের প্রধান নর্তকী ছিল। ওর কথা ঝ্বাস না করতে পার, আমার কথা ঝ্বাস কর। আমি সু বর্ণ বণিক। আমি তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। আমি সব চিনি। এমন কি রাজ প্রাস াদে ঢোকার চাবি কার কাছে থাকে তাও আমি জানি। এবার ধবংস হবে। হবেই। মানুষের কোন প্রতিরোধ শত্তি নে ই, সৈন্যদের কোনও শৃঙ্খলাবোধ নেই। রাজভত্তরাও লুঠ চালাচ্ছে। বিজয় সেন, বল্লাল সেনের রাজধানীতে প্রজারা দু র্ভিক্ষ, মহামারী আর উৎকোচ - লোভী রাজপুষদের অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত প্রজাদের প্রতিবাদহীন নপুংসক করার জ ন্য চারদিকে সুরালয় ও বেশ্যালয় তৈরি হয়েছে। রাজা লক্ষ্মণ সেন এখন শুধু মহামাত্য আর গণৎকার নির্ভর । ভন্ড গণৎকাররা লে াভী রাজপুষ আর মহামাত্যের স্বার্থে গণনা করে যা বলে লক্ষ্মণ সেন তাই করে। ধবংস হবে। আমিই ধবংস করে ধবংস হতে চাই। আমার মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে নর্তকী করেছে। আমার ছোট নাতনীটাকেও ।ধবংসহবে আমায় ঝ্বাস করো। আমার বংশের চরিত্রে কোনও কলুষ নেই। আমি বলছি এই রাজ্যে ধবংস হবেই। তুমি ধবংস করতে পার। আমি তোমার দুইশ সৈন্যের হাতে পায়ে গিয়ে ধরছি। এবার ধবংস চাই। ধবংস (প্রস্থান)
বক্তিয়ার ঃ যা - বাবা! ভেবেছিলাম ইখান থেকে দিল্লী চলে যাব। সাহেনশা কুতুবদ্দিন জোর তলব দিচ্ছে। শিরান, দিনটার শেষ যে ভাল হলনা লাগছে। বোলান আর গম্ভীরা দিয়ে যেদিন শু, তার শেষ এই নাচনীর পাগল দিয়ে! যান গ, নৌকায় গিয়ে উঠেন। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। সারা রাত এই ইনামখোর বুরবাকগুলান লাচ গান দেখিয়েছে। আমি লুদিয়া যাব না গ।
শিরান ঃ না যাব। যুদ্ধ করলে যেতে পারি।
বক্তিয়ার ঃ এই শালার এক রোগ। শুধু যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ।
বিদুৎপ্রভা ঃ যুদ্ধ হবে। আমি বলছি সামান্য প্রতিরোধ হলেও নিশ্চিত যুদ্ধ হবে। কারণ মহাসেনাধ্যক্ষ এখন বিম্ববতীর প্রেমে হাবুডু বু খাচ্ছে। বিম্ববতীকে বলে দেবে দশেরার অপরাহে তামাম রাজ্যের মানুষ রাজপুষ ।--- সৈন্য সবাই নেশা আর রঙ তামাশায় মেতে থাকবে। ঐদিন যদি আপনারা একসঙ্গে না গিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করেন , ত

ারপর সুযোগ বুঝে রাজ প্রাসাদ আক্রমন করেন। রাজপ্রাসাদের পঞ্চশ জন রক্ষী নিশ্চই যুদ্ধ করবে। রাজপুরোহিত, গণৎক ার ভবদেব ভট্টাকে দিয়ে গণনা করিয়ে সর্বত্র বলে দেওয়া হয়েছে যে দশেরা বিকেলে ভয়ংকর যবন আক্রমন হবে নুদীয়ায়। রাজপ্রাসাদেই পঞ্চাশ জন সৈন্য ঐ গণনার কথা জানে না। ওরা যুদ্ধ করবে।

শিরান ঃ যাব, লড়াই হবে। সৈন্যদের লুটপাটের পাশাপাশি মেয়েছেলে চাই।

বত্তিয়ারর ঃ (হাসি) এই রে....ভেবেছিলাম আকাট গন্ডার। এখন দেখছি কাতুকুতু লাগে রে।

বিদ্যুপ্রভা ঃ সারা নুদীয়ার মহল্লায় মহল্লায় এখন গণিকালয় আর সুরালয়। বিদেশী বণিকরা নতুন নতুন গনিকা আর সুরা নিয়ে অবাধে ঢুকে পড়ছে লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যে। মহাপরাক্রান্ত লক্ষ্মণ সেন পালাবার ফিকির খুঁজছেন। রাজপুষরা অশ্ব খুব পছন্দ করে। আপনাদের সঙ্গে তো অনেক অশ্ব। আপনারা কজন আগে থেকে বিদেশী অশ্ব ব্যবসায়ী হয়ে ঢুকে পড়ুন। বিদেশী ব্যবসায়ীদের জন্য লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যের দরজা খোলা। দশেরার বিকালে রাজধানীর প্রবেশ পথে লৌহ দরজা খুলে দেবে ঐ ছদ্ম অশ্ব ব্যবসায়ীর দল! রাজী তো নবাব?

শিরান ঃ রাজী, যুদ্ধ হবে।

বত্তিয়ার ঃ না, রাজী লই গ, আগের প্রশ্নের উত্তর দাও নাই গ লাচনী, তুমি আসলে কে? কেন লিজের দেশটা শেষ করতে চ াইছ? ঐ পাগলাটে লোক বলে গেল না। রাজা আর তার দুই ছেলে, রানী, রাজা শ্যালা সববাই ধবংস হবে। নুদীয়া দখল লিলে সত্যি সত্যি সববাই ধবংস হবে গ। ক্যানে ও দের ধবংস চাইছ? তোমার আসল পরিচয় আর মতলবটা কি? লিজের দেশ, লিজের রাজা, লিজের দেশের রাজপুত্র সব তো শেষ হয়ে যাবে গ।

বিদ্যুৎপ্রভা ঃ হোক। শুধু দুই রাজপুত্রকে আমি বাঁচাব, আর কাউকে নয়। সত্যি বলছি নবাব, আমি এ দেশের কেউ নই। র াজা লছম নিয়ার পূর্বপুষ বিজয় সেন দক্ষিণ দেশ থেকে এখানে এসেছিল। আমার প্রপিতামহের বন্ধু ছিল সে। আমি অ াসলে দক্ষিণের মলয় পর্বত অঞ্চলের ধনী সামন্তকন্যা। আমার নাম কুবলয়বতী, লছমনিয়া মানে এখনকার লক্ষ্মণ সেন যখন যৌবনে দক্ষিণ দখলে যান তখন আমার পিতার প্রশ্রয়ে আমি তার উপগত হই। আমার স্বপ্ন ছিল লক্ষ্মণসেন আমায় রানীর মর্যাদা দেবে। কারন ওর স্ত্রী বল্লভা বার বার মৃতবৎস প্রসব করে অথচ আমি..... (সামনে জোন তৈরি হয় তন লক্ষণ সেন আর তনী কুবলয়বতী)

কুবলয়বতী ঃ রাজা লক্ষ্মণ সেন, তুমি নাকি দেশে ফিরে যাবে অথচ, কিছুদিন পর তোমার সন্তান হবে। তুমি দেখে যাবে ন া? আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে না রাজা?

লক্ষ্মণ ঃ তোমার সন্তান হওয়া পর্যন্ত আমি থাকছি কুবলয়বতী।

কুবলয়বতী ঃ থাকছ! তোমার সন্তান দেখো, দাণভাবে পৃথিবীকে চমকে দেবে। সন্তান আর আমাকে নিয়ে যখন রাজধানীতে ফির বে, দেখবে প্রজারা চমকে যাবে।

লক্ষ্মণ ঃ ঠিক আছে দেখব।

কুবলয়বতী ঃ কি দেখবে? নিয়ে যাবে তো?

লক্ষ্মণ ঃ হ্যাঁ।

কুবলয়বতী ঃ রানীর মর্যাদা দিয়ে?

লক্ষ্মণ ঃ না

কুবলয়বতী ঃ না?

লক্ষ্মণ ঃ জ্যোতিষচর্চাকারি, গনৎকার, রাজপুরোহিত বলেছেন, এই বিবাহ খুব অশুভ হবে। মহামাত্য হলায়ুধ তাই এই বিবাহে আপত্তি করেছেন।

কুবলয়বতী ঃ হলায়ুধ তার ভগ্নী রানী বল্লভার স্বার্থে কথা বলেছেন। তিনি এই গণৎকারকে দিয়ে এসব বলাচ্ছেন --- তুমি এত ধীর, এত ব্যক্তিত্ব, তোমার নিজের প্রেম ভালবাসা ভুলে তোমার সন্তানের প্রতি কর্তব্যকে ভুলে যাবে ওদের কথায়?

লক্ষ্মণ ঃ আমি জ্যোতিষচর্চা আর গনৎকারকে পুষানুক্রমে বিশ্বাস করি।

কুবলয়বতী ঃ ও! নিজের প্রেম, প্রতিজ্ঞা, সন্তানকে বিশ্বাস কর না? কোন জ্যোতিষচর্চাকে তুমি অন্ধভাবে সমর্থন করো? জ্যো তিষচর্চ া তোমার মাকে খুন করেছিল? ভুলে গেলে? গাছের সঙ্গে পা দুটো বেঁধে, মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখা

হয়েছিল দু ই ঘন্টা। কাররন জ্যোতিষী বলেছিল,, ওই অপরাহের আগে সন্তান ভূমিষ্ট হলে সেই সন্তান রাজা হতে প ারবে না। দু পুরে তোমার মাযের প্রসব বেদনা উঠল তাই গর্ভবতী মাকে দুঘন্টা ঝুলিয়ে রাখা হল জ্যোতিষর্চার ভন্ডা মিতে। তোমা র মা আসলে খুন হয়ে গেছেন মাতৃঘাতী সন্তান তুমি। তুমি নারীর যন্ত্রণা বুঝবে কি করে? (মহামাত্য প্রবেশ করে)

মহামাত্য ঃ রাজা, ভিতরে যান, আমি ওর সাথে কথা বলব।

লক্ষ্মণ ঃ মহামাত্য, সত্যিই কি আমি মাতৃঘাতী?

মহামাত্য ঃ আপনার জন্মের পর আপনার মৃতা মায়ের মুখে হাসি লেগে ছিল। সবাই দেখেছেন। তিনি পুণ্যবতী। রাজা লক্ষ্মণ সেন কেজন্ম দিয়ে তিনি স্বর্গে গমন করেছেন। গণনা কখনো মিথ্যে হয়না। তাই আপনি রাজা। বিষাদে ভারাত্রান্ত হবেন না । রাজা, যান। ভেতরে যান। কুবলয়বতী, তোমাকে আমরা নুদীয়ায় নিয়ে যাব। এখানে থাকলে প্রধান নর্তকী করে রাজ প্রাসাদের নর্তকী কক্ষে রাখা হবে।

কুবলবতী ঃ বাঃ বাঃ মহিষী থেকে নর্তকী।

মহামাত্য ঃ মহিষী তুমি কখনোই হবে না কুবলয়বতী। --- তোমায় দেশে নিয়ে প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই হত্যা করা হবে। চমকে যে ওনা। একটা বাঁচার উপায় আছে। তোমার সন্তান যখন ভূমিষ্ট হবার সম্ভাবনা, সেই সময় রানী বল্লভারও প্রসববেদ নার সম্ভাব্য সময়। এবার রানী মৃত সন্তান প্রসব করবেনা, তোমার সন্তানই গোপনে তার পাশে চলে যাবে।

কুবলবয়তী ঃ কি বলছেন? আর আমি?

মহামাত্য ঃ তুমি রাজধানীতে গিয়ে রাজপ্রাসাদের বিপরীতে প্রধান নর্তকীর প্রাসাদটির দখল নেবে, নিজের মা, রাজার সন্ত ানকে দেখার আদর করবে, রাজার কাছাকাছি থাকবে। --- নিহত হওয়া আর নতুন পরিচয়ে বাঁচার মধ্যে দ্বিতীয় কোন বিকল্প নেই কুবলয়বতী। এখানে পড়ে থাকলে তোমার জীবন ঘৃন্য কুলটার জীবন, আমাদের রাজধানীতে গেলে তোমার জীবন প্রধান রাজনর্তকীর জীবন, --- সম্মান অর্জন, সন্তান দর্শন, সবই হবে। -- বল কোনটি চাও, বল, বল,

কুবলয়বতী ঃ আমি বাঁচতে চাই মহামাত্য, বাঁচতে চাই (কেঁদে) (অন্ধকার) ফ্ল্যাশব্যাক কেটে যায়।

কুবলয়বতী ঃ একসঙ্গে দুটো সন্তান হয়েছিল আমার দুটোই কেড়ে নিয়েছে রাজা, আজ তারা রাজা আর রানীর সন্তান। ---আমি রাজ প্রাসাদের সামনের প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত। নগরীর বাইরে আমার শিক্ষাশ্রম! কিন্তু এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা, এত বড় প্রবঞ্চনা আমি সহ্য করব কেন? --আপনি আমার বুকের আগুনটা নেভান সুলতান! -- (কাঁদে)

বত্তিয়ার ঃ নেভাব। শিরান, ওদের বজরার পিছনে বড় বজরা লাগাও না কেনে। ছটা ঘোড়া লিয়ে ছটা সৈন্যকে বনিকের বেশে পা ঠায়ে দাও। --এরা রাজধানীর লৌহ দরজা খুলে দেবে। (হাসি) তুমি... তোমরা সৈন্যদের আর রাজপুষদের ভ ালমত নেশার ঘুমে জড়ায় রাইখবে বুলছ?

কুবলয়বতী ঃ লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য এখন নেশা আর যৌনচার। রাজপুষ থেকে সৈন্যদল, নিম্নবিত্ত থেকে উচচবিত্ত প্রায় সকলেই আ জ নির্বীর্য নেশাগ্রস্ত।

বত্তিয়ার ঃ শিরান, শিরান, কুন বিদেশী শালা একটা দেশ দখল করতে পারে, যদি সে দেশের মানষে যেই গে থাকে? কুন শালার দেশ বিদেশীদের আত্রমন ঠেকাইতে পারে যদি সেই দেশের মানষে ঘুমের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে? আর শিরান, কুনো দেশ দখল হয় না গ, দেশটাকে ভিতর থেকে দখল করতি দেওয়া হয়! (হাসি) তোমরা তোমাদের দেশটা দখল লিতে দিচছ, আমরা লিব। (হাসি অন্ধকার।)

।। চতুর্থ প্রেক্ষণ ।।

জয়দেব ঃ সেদিন দশেরার উৎসব। অনেকদিন পর বৃষ্টি হওয়ায় মাঠে মাঠে সবুজ ধান -- সাধারন মানুষ খুশীতে ভেঙে পড়েছে। রাজপুষরা সবাই প্রায় নেশাগ্রস্ত নতুন কেনা ঘোড়ায় চড়ে সববাই গণিকালয় যাচেছন। রাজ প্রাসাদের গান চলছে আশি বছরের লক্ষ্মণ সেনের সামনে। সেখানে শৃঙ্গার রসে সুগন্ধী মেঘে রাজার শ্যালক রাজনর্তকীর দিকে হাত ব াড়াতে যা চেছন। সেনাপতি এবং অন্যান্যরা তাকে নিরস্ত করছেন। কিন্তু বাইরে আমার ঐ গান দেশী ভাষায় গাইছে আম ার স্ত্রী প দ্মাবতী কৃষকদের মুখেও পদ্মাবতী দিয়েছে জয়দেব গান, সেখান কোনও শৃঙ্গার রস নেই। রাধা সেখানে বিমুগ্ধ

কর্ষনকারী, কৃষ্ণ সেখানে নতুন ফসল। নতুন ফসল দেখে কৃষকরা ঘরে যেতে চাইছে না। সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার সময় বারবার নিজের স্বপ্নে রাঙা রক্তে আর শ্রমে রাঙা সোনার ফসল দেখছে কৃষক। রাজ দরবার ও ফসলের পাশে কৃষ ককু ল দুটি দৃশ্য মঞ্চে তৈরি হয়।

রাজ দরবার ঃ পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্।
তদধর মধুর মধুনী দিবাতম।।
ত্বদভি মরনঙ - সে - ন বলন্তী
পদতি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী।।

কৃষক মাঠ ঃ রাধা দেখে ফিরে ফিরে তোমাকেই বিজনে
ভাবে মুখমধু পানে আছে রত দুজনে।।
(ফের) অভিসার আশাতে রাধা যায় ছুটিয়া
চলিতে চলিতে পথে পড়ে সে যে লুটিয়া

রাধা দরবার ঃ বিহিত বিশদবিশ কিশলয় বলয়া
জীবিতি পরমিহ তব রতি কলয়া।
মুনরব লোকিত মন্ডল লীলা।
মধুরি বিছর হসতি রহতি ভবাদম।

কৃষক মাঠ ঃ (কৃষক কুল) পড়িয়া বিশদ বিস কিশলয় বালাগো
তোমাকে পাবার আসে প্রতীক্ষা জ্বালা গো
রাধা যে এখনো আছে তবে বেশ পরিয়া
বলে আমি সেই কৃষ্ণ, বলে ভুল করিয়া
রাধা দেখে দিকে দিকে তোমাকেই বিজনে।

জয়দেব ঃ নর্তকীর নিক্কন, মাতালদের প্রলাপ, নতুন ফসলের রূপমুগ্ধ দরিদ্র কৃষক আর মাঝিদের আনন্দ চিৎকারের মধ্যেই বি দেশী বনিকের দল রাজবাড়ীর লৌহ দরজা খুলে দিল। প্রবেশ করল বক্তিয়ার খিলজী আর অল্প কিছু সৈন্য।

গান ঃ (সকলে) পালা.....
কাকা জ্যাঠা ভাই বাছারে
আসছে ঐ মরণ খাঁচারে
যাবে না আর বাঁচারে
আসছে বিদেশী মামা---
গায়ে তার যোদ্ধারই জামা।
এল দিন এই দেশেতে
এল ঐ বর্গী দেশেতে
মরণ বুঝি দেবে আজ হানা!
আসছে বিদেশী মামা।।

লক্ষ্মণ ঃ (চিৎকার) কে কে এল? সুন্দরবনের বিদ্রোহী জোম্পন পাল?

মহামাত্য ঃ না, তুর্কী সৈন্যরা, বখতিয়ার খিলজীর সৈন্য। রাজধানী দখল হয়ে গেছে, জাতপাতের বিভাজনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সুবর্ণবণিকরা শঙ্খ বাজিয়ে তাদের নিয়ে আসছে। রাজপ্রাসাদের বাইরে কৃষক আর শূদ্ররা লড়াই দিতে চেয়েছিল কিন্তু সুবর্ণবণিকেরা তাদের নিরস্ত করেছে, বেশিরভাগ সৈন্যই নেশাগ্রস্ত, কিছু গণিকালয়ে পড়ে রয়েছে। রাজপ্র াসাদের রক্ষীরা কিছুটা বাঁধা দিচ্ছে, কিন্তু ...লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে চল... পালিয়ে চল...প্রতিবাদহীন প্রতিরোধহীন ...রাজ্য বিদেশী সৈন্যদের বাধা দেবার বিশেষ কেউ নেই। তুর্কীবাহিনী আসছে, পালাও।

লক্ষ্মণ ঃ না, এই সিংহাসন আমার পিতা পিতামহের আদরের সিংহাসন, আমার সিংহাসন। আমি একে সবচেয়ে ভালোব

াসি, অ ামি পারবো না। আমি পালাতে পারবো না.... বিদেশীরা দখল নিক সবকিছু, দেশ দখল করে নিক... বাধা দেব না, শুধু বলব সিংহাসনটুকু আমায় দাও।
চাদত্ত ঃ আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছি।
লক্ষ্মণ ঃ তুমি তুমি চা দত্ত নিজের দুঃখ যন্ত্রণার জন্য প্রতিশোধে উন্মত্ত হয়ে বিদেশীদের নিয়ে এলে, ছিঃ।
চা দত্ত ঃ ছিঃ লক্ষ্মণ সেন, তুমি বিদেশীদের বাজার দখল করতে দিয়েছ। বিদেশী সুরা আর গণিকাবৃত্তির ঢালাও ব্যবস্থা করেছ... বিদেশী পণ্যে ভরে গেছে দেশ... দেশ তো রাজা বিত্রী করেই বসে আছে। এবার ঐ সিংহাসন---
লক্ষ্মণ ঃ (তরবারি তুলে) না। ঝিাসঘাতক (চা দত্তকে আঘাত করে চা দত্ত আহত হয়ে পালায়) এখনও অক্ষত আছে সিংহ াসন।
জয়দেব ঃ (জয়দেব রাজার সামনে আসে) চলুন মহারাজ, বজরা প্রস্তুত - চলুন। ভয় নেই, বিদ্যুৎপ্রভা বিম্ববতীর মতোই অ াত্মঘা তিনী হয়েছে... বজরাও প্রস্তুত ... মহারানী বল্লভাকে ডাকুন।
লক্ষ্মণ ঃ জয়দেব আমি... আমি কুবলয়বতীর প্রতি ভীষন অবিচার করেছি। কুবলয়বতীর মৃত্যুর আগে আমার সব অপমান বি দেশীদের ডেকে আত্মঘাতিনী হয়ে ফিরিয়ে দিল।
জয়দেব ঃ আপনি কার প্রতি সুবিচার করেননি, রাজা, শরীর আর মনের অক্ষমতা আর দুর্বলতা নিয়ে রাজত্ব করতে গেলে, বি দেশী বণিকদের আর দেশী ধূর্ত উৎকোচলোভী রাজপুষদের হাতে ক্ষমতা চলে গেলে যা হয় তাই হল রাজা। অ াপনি আমার প্রতিও সুবিচার করেননি রাজা। কবির গান, কবিতা, লেখার কলমকে শুধু নিজের প্রয়োজনে নিজের খুশীতে ব্যবহার করেছেন। আমার গানকে লক্ষ মানুষের সামনে আসতে দেননি যে টুকু করার করেছেন এই পদ্মাবতী। এবার উত্তরবঙ্গে চলুন। সেখানে নতুন রাজ্যপাট যদি শু করেন এই বিত্রি হয়ে যাওয়া দেশ থেকে শিক্ষা নেবেন চলুন... (সা মনে ম াঝি মাল্লার দলকে)
চলো মাঝি চলো
নতুন দেশে চলো।
খর নদীর ওপারে সেই স্বপ্ন জ্বলজ্বল
ও মাঝি চলো।-----

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com